জয়যাত্রা

হিজড়াদের যাপিত জীবন ধারা

একটি ইউপিপি-উজ্জীবিত উন্নয়ন উদ্যোগ

পিকেএসএফ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

জয়যাত্রা

হিজড়াদের যাপিত জীবন ধারা

একটি ইউপিপি-উজ্জীবিত উন্নয়ন উদ্যোগ

পিকেএসএফ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

জয়যাত্রা

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১৯

উপদেশক
মোঃ আবদুল করিম
গোলাম তৌহিদ
এ কিউ এম গোলাম মাওলা

সম্পাদনা পরিষদ
ড. এ কে এম নুরুজ্জামান
মো. আশরাফুল হক
ম. মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া

প্রকাশক
ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প, পিকেএসএফ
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ৮১৮১৬৬৪-৬৮
ফ্যাক্স: + ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: pksf-bd.org

ডিজাইন ও মুদ্রণ
লেজারস্ক্যান লিমিটেড
১৯৩/১-এ রোকেয়া আহসান মঞ্জিল, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।

অর্থায়নে
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

Disclaimer : প্রকাশনাটি প্রস্তুত এবং প্রকাশের দায়ভার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের এবং কোন পরিস্থিতিতেই প্রকাশনাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতামতের প্রতিফলন হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা জরুরি

মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পিকেএসএফ বর্তমানে জীবনবৃত্তীয় পন্থা অবলম্বন করে বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এতে একটি প্রধান উপজীব্য-'কাউকে বাদ দিয়ে নয়।' এ জন্য প্রয়োজন পিছিয়েথাকা, পিছিয়েপড়া ও পিছিয়েরাখা সকলের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে তারা অন্যান্যদের মত অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারেন, সবাই উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত হতে পারেন এবং সবার মানব-মর্যাদা নিশ্চিত হতে পারে। হিজড়া সম্প্রদায় এখনও সমাজের মূলস্রোতধারার বাইরে। সঙ্গত কারণে তারা উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়েপড়াদের অন্তর্ভুক্ত। যখন দেশ উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তখন এই মানুষগুলোর টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন জরুরি- টেকসই উন্নয়ন ধারণার দাবীও তাই।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন ২০১৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি মন্ত্রিসভা কর্তৃক হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও তালিকাভুক্ত করা সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত। যে দাবী হিজড়া সম্প্রদায় অনেক দিন ধরে সরকারের কাছে করে আসছিল। এই ঘোষণা বাংলাদেশের হিজড়া সম্প্রদায়ের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে প্রতিটি মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হিজড়া জনগোষ্ঠী জীবনের তাগিদে জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন ধরনের অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ডে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ-এর উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় পাইলট আকারে সমাজে হিজড়া সম্প্রদায়কে উন্নয়ন যাত্রায় সম্পৃক্ত করা একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ।

এ কাজে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে অর্থায়নকারী ইউরোপীয়ন ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই উদ্যোগের যথাযথ বাস্তবায়ন একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় এবং সময় সাপেক্ষও। কারণ এই সম্প্রদায়ের রয়েছে ভিন্ন পেশা; যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত নয়। এছাড়া তাদের মনোজগতের রয়েছে এক ভিন্নমাত্রার জৈবিক চাহিদা। এটাও বহমান জীবন ধারার সাথে সাংঘর্ষিক। সমাজ জীবনে এই চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে এই জনগোষ্ঠীর সমাজের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করা একটি কঠিন কাজ। বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় উজ্জীবিত প্রকল্প সীমিত আকারে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কার্যক্রমগুলো সন্নিবেশিত করে "জয়যাত্রা" নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি, পিকেএসএফ

"হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও তালিকাভুক্ত করা সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত। যে দাবী হিজড়া সম্প্রদায়

অনেক দিন ধরে সরকারের কাছে করে আসছিল। এই ঘোষণা বাংলাদেশের হিজড়া সম্প্রদায়ের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়"

কাউকে বাদ দিয়ে নয়

"এই অবহেলিত সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণে সবার আগে প্রয়োজন জীবন দক্ষতা ও আচরণগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রয়োজন তাদের চাহিদা ভিত্তিক

বিভিন্ন ধরনের কর্মমূখী প্রশিক্ষণ ও নিজ পরিবারে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। কর্মমূখী প্রশিক্ষণ ও নিজ পরিবারে পুনর্বাসনের ফলে সমাজে তাদের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং এ প্রক্রিয়ায় নিজ পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে।"

হিজড়া জনগোষ্ঠী সমাজের অংশ হয়েও এরা পিছিয়ে পড়ছে কেবলমাত্র

হিজড়া জনগোষ্ঠী সমাজের অংশ হয়েও এরা পিছিয়ে পড়ছে কেবলমাত্র লিঙ্গগত বৈষম্যের কারণে। সাংবিধানিক অধিকার এদের ক্ষেত্রে অনেকাংশে উপেক্ষিত। অথচ হিজড়া জনগোষ্ঠী এ দেশ ও মাটির কোন না কোনও বাবা মায়ের সন্তান।

সংবিধান অনুসারে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য কাম্য নয়। নাগরিক হিসেবে হিজড়াদের প্রতি বৈষম্য বা তাদের অধিকার নিশ্চিত না করা সংবিধানের লঙ্ঘন। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। হিজড়া সম্প্রদায় শিক্ষার দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে। সাধারণত একটি হিজড়া শিশু স্কুল থেকে ঝড়ে পরার মূল কারণ পরিবারের অসচেতনতা ও স্কুলে সহপাঠীদের অসহযোগিতামূলক আচরণ। অতপর পরিবার ছেড়ে এই হিজড়া শিশুরা মূলত ভাসমান জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এভাবেই বঞ্চনার শিকার হয়ে সমাজের প্রত্যেক স্তরে শিক্ষা ছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থানের মত জায়গাতে তারা চরমভাবে অবহেলা আর বিড়ম্বনার স্বীকার হন। এই অবহেলিত সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণে সবার আগে প্রয়োজন জীবন দক্ষতা ও আচরণতগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রয়োজন তাদের চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের কর্মমূখী প্রশিক্ষণ ও নিজ পরিবারে পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। কর্মমূখী প্রশিক্ষণ ও নিজ পরিবারে পুনর্বাসনের ফলে সমাজে তাদের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং এ প্রক্রিয়ায় নিজ পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে।

সরকার হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইতোমধ্যে সরকার হিজড়াদের আত্মপরিচয় সংকট বিমোচনে তাদেরকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং এরই সাথে গ্রহণ করেছে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানাবিধ কার্যকর পদক্ষেপ। সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় পাইলট আকারে সমাজের অবহেলিত এই জনগোষ্ঠীর মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি সত্যিই বিমোহিত। এই প্রান্তিক সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড নিয়ে রচিত পুস্তিকা "জয়যাত্রা" একটি অনন্য উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ

প্রকাশনা পরিপ্রেক্ষিত

জেনেটিক ত্রুটির কারণে জন্ম নেওয়া শিশু পরবর্তী সময়ে পরিচিত হয় ‘হিজড়া’ নামে। ‘হিজড়া’ কথাটির আক্ষরিক অর্থ ক্লীব, নপুংশক অর্থাৎ না নারী, না পুরুষ। জন্মগত এই ত্রুটির কারণেই জন্মের পর থেকে প্রিয়জনের কাছ থেকে অবহেলা, অবজ্ঞা এই জনগোষ্ঠীকে করে অধিকারবঞ্চিত, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পরিবার থেকে। যদিও সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে প্রতিটি মানুষের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হিজড়া জনগোষ্ঠী জীবনের তাগিদে জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে।

সমাজে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে রূপান্তরকামী মানুষের (হিজড়া) অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ আমাদের পবিত্র সংবিধানও পুরোমাত্রায় সমর্থন করে। হিজড়াদের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে সরকার তাদের জীবন-জীবিকায়নে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করাসহ কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। তবে তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এ থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন হিজড়া জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় সীমিত আকারে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলাধীন বসবাসরত হিজড়াদের জীবিকায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টিতে সমন্বিত উদ্যোগে (স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও টিএমএসএস) “হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন” বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলো ছিল প্রকল্পভুক্ত হিজড়াদের সামাজিক শিষ্টাচার-রীতিনীতিতে অভ্যস্ত করা, মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা করা, চাহিদা সাপেক্ষে উপযুক্ত ঋণ বা অনুদান প্রদান করা, নিজ পরিবারে পুনর্বাসন করা এবং সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা। এই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা একদিন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমাজ ও রাষ্ট্রে মানব মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ প্রেক্ষিতে **“জয়যাত্রা”** প্রকাশনা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। প্রকাশনাটির সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গোলাম তৌহিদ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ

“হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডগুলো ছিল প্রকল্পভুক্ত হিজড়াদের সামাজিক শিষ্টাচার-রীতিনীতিতে অভ্যস্ত করা, মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা,

আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা করা, চাহিদা সাপেক্ষে উপযুক্ত ঋণ বা অনুদান প্রদান করা, নিজ পরিবারে পুনর্বাসন করা এবং সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।”

এক নজরে পিকেএসএফ

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যদূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে 'লাভের জন্য নয়' প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে এমন ধ্যান ধারণা প্রচলিত ছিল যে, শুধু ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমেই দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব। সেই প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ প্রাথমিক পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শুধু ক্ষুদ্রঋণ প্রদান শুরু করে। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কারিগরি-সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। মানুষের জীবনযাপন, দারিদ্র্যতা ও উন্নয়ন বহুমাত্রিক। পিকেএসএফ জন্মলগ্ন থেকেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অর্পিত বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন করছে। বর্তমানে এর পাশাপাশি গণমানুষের বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা অবহেলিত ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ব্যাপক ও বিস্তৃত এসব কর্মসূচির মাধ্যমে প্রদেয় আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবা পাচ্ছে গর্ভের শিশু থেকে শুরু করে নিঃস্ব ভাগ্যাহত প্রবীণ পর্যন্ত। মানবকল্যাণ ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দায়বদ্ধতা থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশ্লেষণে বিশেষভাবে নিবেদিতপ্রাণ বাংলাদেশের যশস্বী অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ পিকেএসএফ এর দায়িত্বভার গ্রহণ পরবর্তীতে উন্নয়নদারিদ্র্য দূরীকরণে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গ নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সারাবিশ্বে পিকেএসএফ সমাদৃত হচ্ছে। পিকেএসএফ-এর আদলে বর্তমানে এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে এবং আরো অনেক দেশ এরূপ প্রতিষ্ঠান তৈরিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে পিকেএসএফ নিজস্ব ভাবমূর্তি ও স্বকীয়তা বজায় রেখে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর নতুন নতুন কর্ম প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: হিজড়া জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন — ০৯

হিজড়া পাঠসূত্র — ১১

হিজড়া: ধারনা ও ধরণ — ১২

হিজড়া হওয়ার কারণ ও চিকিৎসা — ১২

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন ধারা — ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: হিজড়াঃ বৈষম্যের কোলে জন্ম — ১৫

মূলধারায় আনয়নে হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সমস্যা — ১৬

হিজড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা উত্তরণে করণীয় — ১৭

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ — ১৯

তৃতীয় অধ্যায়: হিজড়াঃ উন্নয়নযাত্রায় উজ্জীবিত উদ্যোগ — ২১

হিজড়া উন্নয়ন উদ্যোগ: কেন এবং কিভাবে — ২২

উদ্যোগ প্রত্যাশা — ২৩

হিজড়াদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণে উজ্জীবিত কার্যক্রম সমূহ — ২৩

চতুর্থ অধ্যায়: চিরকুট—পরিবর্তনের হাওয়া — ২৯

আমাদের শিখনসমূহ — ৩৬

প্রথম অধ্যায়

হিজড়া জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন

১. হিজড়া জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন

২. হিজড়া পাঠসূত্র

- হিজড়া: ধারণা ও ধরন
- হিজড়া হওয়ার কারণ ও চিকিৎসা
- হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন ধারা

১. হিজড়া জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন

“স্কুলে গিছিলাম, সাথের এরা যখন বুঝতে পারল আমি হিজড়া তহনই আমারে আর তাদের সাথে বসতে দিত না, না ছেলে না মেয়ে। মাঝে মাঝে তারা নানাভাবে বিরক্ত করত; এমনকি ক্লাসের শিক্ষকরাও। তারপর লেখা পড়া, ঘরবাড়ি ছাইরা হিজড়াদের সাথে চইলা আইছি। এহানেও

যন্ত্রণার শেষ নাই, পথে ঘাটে কটুক্তি, অপদস্থ, অপমান প্রতিদিন চলছেই। বাইছা থাকতেও যেমন শান্তি নাই মরলেও আমাগো শান্তি নাই। মরলে জানাযাতেও কেউ সহজে আসতে চায় না। বলেন এইডা কি জীবন”, অতপর পদ্মার ভাঙ্গণ আসে তার অসহায় চোখের কিনারে!

বিশ্বব্যাপী ৭০ মিলিয়ন (প্রতি ১০০ জনে ১ জন) হিজড়া বা রূপান্তরকামি মানুষ। অন্য এক তথ্যে দেখা যায়, বিশ্বে ৭ মিলিয়ন (প্রতি ১০০০ জনে ১ জন) রুপান্তরকামি মানুষ রয়েছে। বাংলাদেশে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে হিজড়াদের সংখ্যা ২৪ হাজারের কিছু বেশি। অন্যদিকে হিজড়া কল্যাণ ফাউণ্ডেশন এর দাবি বাংলাদেশে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২ লক্ষ। সরকারি হিসাব মতে, দেশে হিজড়াদের সংখ্যা ১০ হাজার (ব্র্যাক ২০১৪)। তবে হিজড়াদের অধিকার আদায়ে কর্মরত বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, দেশে হিজড়াদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার থেকে দেড় লক্ষ হতে পারে। দেশে বসবাসরত হিজড়া জনগোষ্ঠী মূলতঃ কোন ধরনের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তারা বিচ্ছিন্ন একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে সমাজে অগ্রহণযোগ্যভাবে জীবন-যাপন করে; যা পরিপূর্ণভাবে মানবাধিকারের পরিপন্থী।

‘হিজড়া’ দেখতে ও গঠনে অনেকাংশে পুরুষের মতো হলেও মনোজ জগত এবং বাহ্যিক আচর আচরণ, পোশাক পরিধান ও সাজসজ্জায় তারা অনেকটাই নারীর মতো। এই দ্বৈত সত্ত্বার কারণে তারা যেমন স্থান পায় না নারীকুলে তেমনি পুরুষ কুলেও। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে এই দ্বৈত সত্ত্বার মূল কারণ হলো হরমোন। হরমোনজনিত সমস্যার কারণেই তাদের শারীরিক ও মানসিক গঠনে তারা কোন নির্দিষ্ট লিঙ্গের (পুরুষ অথবা নারী) সবটুকু বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে না। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরা হিজড়া নামেই অধিক পরিচিত। ইংরেজীতে এদেরকে বলে ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামিতা, কেউ কেউ আবার বলেন তৃতীয় লিঙ্গ। ভিন্নধর্মী আচরণ ও যৌনতার কারণে সৃষ্ট সামাজিক অবহেলা হিজড়াদেরকে প্রতিনিয়ত ঠেলে দেয় এক অনিশ্চিত অন্ধকারে। যার প্রেক্ষিতে পারিবারিক জীবনে যেমন তারা অধিকার বঞ্চিত, অধিকার বঞ্চিত তেমনি সমাজিক জীবনেও। দেখা যায় অনেক পরিবার এই ভিন্ন আচরণের কারণে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়। পরিবারে থাকলেও তাদের মতামত কিংবা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তেমন অংশগ্রহণ থাকে না। বেশীর ভাগ হিজড়াই পরিবারের সম্পদ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। আত্মীয়স্বজন এমনকি পরিবারের লোকজনও তাদের পরিচয় দিতে চায় না। পরিবার, সহপাঠী কিংবা প্রতিবেশীর তাচ্ছিল্য আচরণ, ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ, অবজ্ঞা আর অবহেলার কারণে তাদের অধিকাংশই সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে অবশেষে আশ্রয় নেয় সমগোত্রীয়দের কাছে। এ এক ভাসমান জীবন।

দেশের পবিত্র সংবিধানের ১৯ (১) অনুচ্ছছদে উল্লেখ রয়েছে যে ‘সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।’ আইনের দৃষ্টিতে সমতার বিষয়ে সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে ‘সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী-এ কথা উল্লেখ রয়েছে।’ অনগ্রসর অংশের উন্নয়নের বিষয়ে

সংবিধানের ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে রয়েছে- 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।' যদিও তারা মৌলিক ও মানবাধিকার উভয় দিক হতে এখনও অনেকাংশে অধিকার বঞ্চিত। মনে রাখতে হবে যে, মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার একই রকম নয়। মৌলিক অধিকার হল সাংবিধানিক অধিকার যা এক দেশ থেকে আরেক দেশে ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু মানবাধিকার স্থান, কাল, পাত্রভেদে একই রকম।

সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকার বঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীর বসবাসের স্থানটুকুও নিরাপদ কিংবা স্বাস্থ্যকর থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বখাটেরা বাধ্য করে তাদের কুকর্মে লিপ্ত হতে। বসবাসের জন্য তাদের কেউ বাসা ভাড়া দিতে চায় না, ফলে থাকতে হয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরাও চিকিৎসা সেবা দিতে অনেক সময় অনীহা প্রকাশ করে। ফলে অনেক জটিল রোগ হলেও হিজড়ারা ডাক্তারের কাছে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। সমাজের এই অনাকাংখিত আচরণে তারা পরিবার ছেড়ে হিজড়া গোষ্ঠীর সাথে আবদ্ধ হয় এবং বড় হয়ে ওঠে এক ভিন্ন অবহেলিত পরিমন্ডলে। ফলে তারা নানা ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতে পারেনা। আর এভাবেই পরিবার, সমাজকে সব সময় তারা পর বলেই ভাবতে শিখে। দেখা যায় যানবাহনে নারী বা পুরুষ তাদের পাশে কেউ বসতে চায় না। কেউ সহজে কাজে নিতে চায় না, বা নিলেও কম মজুরি দেয় এমনকি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকে না। এভাবেই প্রাত্যহিক স্বাভাবিক জীবন তাদের ব্যাহত হয়। আচর আচরণ হয়ে ওঠে অনেক সময় রূঢ় কিংবা অশালীন। অপরদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং ধর্মীয় জীবনাচারে অভ্যস্থ হওয়ার সুযোগ কম থাকার কারণে, কেউ কেউ আবার জড়িয়ে পড়ে অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণেও। ২০১১ সালে এক তথ্যে দেখা যায়, এইচআইভি এইডস আক্রান্ত ৪৪৫ জনের মধ্যে হিজড়ার সংখ্যা ২ শতাংশ। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী হিজড়াদের প্রতি কোন ধরনের বৈষম্য করার সুযোগ নেই কিন্তু দেশীয় আইনে হিজড়াদের সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

২. হিজড়া পাঠসূত্র

হিজড়া দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যবহৃত একটি পরিভাষা বিশেষ করে ভারতের ট্রান্সসেক্সুয়াল বা ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামি ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ক্রোমোজোমের ত্রুটির কারণে জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যাদের জন্মপরবর্তী লিঙ্গ নির্ধারণে জটিলতা দেখা দেয়, মূলত তারাই হিজড়া। হিজড়া শব্দের অপর অর্থ হচ্ছে 'ট্রান্সজেন্ডার' বা রূপান্তরকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার বলতে এমন এক লৈঙ্গিক অবস্থাকে বোঝায় যা দৈহিক বা জেনেটিক কারণে মেয়ে বা ছেলে কোনো শ্রেণিতে পড়ে না। রূপান্তরকামিতা বলতে বিশেষ একটি প্রবণতা বোঝায় যখন 'সেক্স বা জৈব লিঙ্গ' ব্যক্তির জেন্ডার বা সাংস্কৃতিক লিঙ্গের সাথে প্রভেদ সৃষ্টি করে। রূপান্তরকামিতাকে আমরা দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি।

"ঈদের পাঁচ দিন আগে মারে (মা'কে) কইছি তোমার লাইগা একটা শাড়ি কিনছি বাবারে কইলো আমার কাছ থেইক্কা নিয়া যাইতো। মা ধমক দিয়া কই মানসের কাছ থেইক্কা জোর কইরা, ভিক্ষা কইরা তোর টাকা দিয়া আমি কিছু নিমু না। নিজে কামাই কইরা দিছ। আমি কান্না কইরা মারে

কইছি মা, আমি সেলাই মেশিনের আইয়ের টাকা দিয়া তোমার লাইগা শাড়ি কিনছি তুমি লও। এইডা মানষের টাকা না। ১২ বছর পর মা এই প্রথম একটা কিছু আমার কাছ থেইকা নিছে। এরছে সুখ আমার কি আর হইতে পারে"

“পরিবারের সাথে, সমাজের সাথে এবং পর্যন্ত আইছি। মা-বাবার নিষেধ সত্ত্বে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়া প্রতিদিন নাচ গান কইরা যে টাকা কামাইছি, তা দিয়া আই এ পর্যন্ত পড়াশুনা করছি। অনার্সেও এক বছর পড়ছি। টাকার অভাবে আর পড়তে পারি নাই। আমি কম্পিউটার চালাইতে পারি। কিন্তু সবাই আমার সাথে মশকরা করে কোন চাকরি দেয় না। সবাই কয় তুই মেয়ে মত সাইজ্জা থাকিস কেন? ভাই ক্যামনে

বুঝাইতাম আমার যে খালি নাচ-গান আর মেয়েদের পোষাক পরতে ভাল লাগে। এর লাইগা-তো আমার ছোটি ভাই আমারে বহুদিন মারছে। ঘরতে বাইর করে দিছে। মানুষ খালি অপমান করে। কিন্তু আমি তো এইডা ছাড়তে পারি না। ভাই কসম কইরা কইছি। ডুকরে কেঁদে উঠে সে। গাঢ় মেকাপের আড়ালে লুকিয়ে রাখে তার দহন কালের কথা!

প্রথমত, ট্রান্সজেন্ডার বা রুপান্তকামিতা মানুষেরা ছেলে বা মেয়ে (বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য) হয়ে জন্মানো সত্ত্বেও কখনো কখনো মন মানসিকতায় নিজেকে নারী বা পুরুষ ভাবেন। এই দলের মধ্যে রয়েছে রূপান্তরকামি পুরুষ (Trans Men), রূপান্তকামি নারী (Trans Women), ট্রান্স সেক্সুয়াল (Transsexual), বাই জেন্ডার (Bi-gender), ক্রসড্রেসারার (Crossdresser)। দ্বিতীয়ত, লিঙ্গগত পরিচয়। কোনো কোনো ট্রান্সজেন্ডার মানুষের দুই ধরনের জৈব লিঙ্গ (নারী ও পুরুষ) থাকে।

▪ হিজড়া ধরন

রূপান্তরকামিতা পুরুষ (Trans Men) : যারা পুরুষ (বাহ্যিক লিঙ্গ) হওয়া সত্ত্বেও মন মানসিকতায় নিজেকে নারী ভাবেন তারা রূপান্তকামি পুরুষ।

রূপান্তরকামি নারী (Trans Women) : যারা নারী (বাহ্যিক লিঙ্গ) হওয়া সত্ত্বেও মন মানসিকতায় নিজেকে পুরুষ ভাবেন তারা রূাপন্তরকামি নারী।

ট্রান্স সেক্সুয়াল (Transsexual) : রূপান্তকামিতার এই দলটি একটি জৈবিক লিঙ্গ (নারী/পুরুষ) হওয়া সত্ত্বেও মন মানসিকতায় নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের মনে করে এবং অপারেশনের মাধ্যমে নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে।

বাই জেন্ডার (Bi-gender) : রূপান্তরকামিতার এই দলটি মূলত, মন মানসিকতায় কখনো নিজেকে নারী আবার কখনো পুরুষ অনুভব করে। তাদের মধ্যে দুই ধরনের জৈবিক লিঙ্গ থাকে।

ইন্টার সেক্স (Intersex) : রূপান্তকামিতার এই দলটির জন্ম থেকেই দুই ধরনের জৈবিক লিঙ্গ থাকে।

ক্রসড্রেসারার (Crossdresser) : রূপান্তকামিতার এই দলটি একটি জৈবিক লিঙ্গ (নারী/পুরুষ) হওয়া সত্ত্বেও মন মানসিকতায় নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের মনে করে এবং সেভাবে পোশাক পরিধান করে। ক্রসড্রেসারার এই দলটি বর্তমানে শুধুমাত্র বিনোদনরূপে দেখা যায়। এই দল বা গোত্র অনেক ক্ষেত্রে বিতর্কিত। এর মূল কারণ অনেক নারী বর্তমানে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। শুধু এই বিষয়টির ওপর ভিত্তি করে তাদের রূপান্তরকামি বা ট্রান্সজেন্ডার বলা যায় না।

জেন্ডার কুইয়ার (Gender Queer) : এই দলটি জেন্ডার স্টোরিও টাইপ একটি মিশ্ররূপ বলা যেতে পারে। যেমন, একজন নারীর জেন্ডার পরিচয় নারী, কিন্তু তার কাজ পুরুষের মতো এবং অন্যদিকে সে সমকামী।

▪ হিজড়া হওয়ার কারণ ও চিকিৎসা

হিজড়াদের সাথে আমরা কম বেশি পরিচিত। কিছু মানুষ হিজড়াদের এড়িয়ে চলে, কেউবা তাদের কটুক্তি করে, হীন দৃষ্টিতে দেখে এমনকি কি পরিবার থেকেও নিগৃহীত এবং অধিকার বঞ্চিত। এসকল কারণে হিজড়া জনগোষ্ঠী সাধারণত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে না পেরে নিজেরা আলাদা সমাজ গড়ে তোলে। সমাজ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই তারা প্রাথমিকভাবে মানুষের সাথে কখনো অশোভন আচরণ

করে থাকে **(বিডি ২৪ লাইভ নিউজ প্রতিবেদন, ২০১৭)**। হিজড়া সম্পর্কে অনেকে ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন। এপ্রেক্ষিতে কোন সন্তান হিজড়া হওয়ার বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ এবং এর চিকিৎসা সম্পর্কে এ পর্যায়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হলো।

▪ জেনেটিক কারণ

কোন মানুষ যেমন দৃষ্টি, শ্রবণ কিংবা শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাতে পারে; ঠিক তেমনি একজন মানব সন্তান লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হয়েও জন্মাতে পারে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বলা হয় সাধারণত মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম একজন পরিপূর্ণ মানব আকৃতি নির্ধারণ করে থাকে। এর মধ্যে ২২ জোড়া ক্রোমোজম কোন মানব শিশুর বৈশিষ্ট্যাবলি এবং ২ জোড়া ক্রোমোজম শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করে থাকে। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে বাবার কাছে থাকে XX ক্রোমোজোম আর মায়ের কাছে থাকে XY ক্রমোজোম। XY এর মিলনে যেমন ছেলে সন্তান হয় আবার XX এর মিলনে মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। ভ্রুণের পূর্ণতার স্তরগুলোতে ক্রোমোজোম প্যাটার্নের প্রভাবে ছেলে শিশুর মধ্যে অন্ডকোষ এবং কন্যা শিশুর মধ্যে ডিম কোষ হয়। এক্ষেত্রে ভ্রুণের বিকাশকালে নিষিক্তকরণ ও বিভাজনের ফলে বেশকিছু অস্বাভাবিক প্যাটার্নের সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুর লিঙ্গজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। সে হয়তো সঠিক লিঙ্গ পায় না, অথবা পুরুষ লিঙ্গ পেয়েও পুরুষত্ব পায় না আবার নারী লিঙ্গ পেয়েও নারীত্ব পায় না। আমরা জানি XY এবং XX এর মিলনে ছেলে বা কন্যা শিশুর জন্ম হয়। যদি কোন কারণে দুটোর সাথে অতিরিক্ত কোন একটি X (XX Y) অথবা অতিরিক্ত একটি Y (X Y Y) বা (Y X Y) যোগ হয় তখন হিজড়া বা রূপান্তরকামি শিশুর জন্ম হয় (www. bissoy.com ১০৩৫৪১)।

▪ পরিবর্তিত হিজড়া

জেনেটিকভাবে হিজড়া ছাড়াও কিছু হিজড়া দেখা যায়। যে সকল হিজড়ারা জন্মগতভাবে হিজড়া হয়না তারা হল রুপান্তরিত হিজড়া। জন্মের পর বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার একটি পর্যায়ে কিছু মানুষের ভেতর বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ কমে সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। কিছু কিছু ছেলে বা মেয়েরা তাদের স্বভাবগত আচরণের কারণে ধীরে ধীরে হিজড়া হয়। এছাড়া কিছু মানুষ বিভিন্ন হিজড়াদের প্রলোভনে পড়ে নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে হিজড়াদের দলবদ্ধ হয়ে থাকে। বিপরীতধর্মী আচরণ করে। এসময় তাদের হরমোনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির হিজড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মানো কোন শিশুর যদি পরিণত বয়সে যাওয়ার আগে উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হয় তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাকে সুস্থ করা সম্ভব হয়। কিন্তু যখন আসলে বোঝা যায় সে সাধারণ আর দশজনের থেকে আলাদা তখন আসলে অনেক দেরী হয়ে যায়। এছাড়াও জন্মের পর বাড়ন্ত সময়ে শিশুর যখন অস্বাভাবিকতা বা হিজড়ার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়; তাহলে তৎক্ষণাৎ পরিণত বয়সে যাওয়ার আগে যদি সঠিক মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করা হয় তাহল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাকে সুস্থ করা সম্ভব হয়।

"প্রতম (প্রথম) প্রতম বুঝতে পারি নাই। মা-বাপ কইছে বিয়া করাইলে সব ঠিক হইয়া যাইবো। পর পর দুইডা বিয়া করলাম একটা বউও থাকে নাই। পাড়ার মানুস বলাবলি শুরু করছে ওতো হিজড়া ওরে বেয়া করাইয়া লাভ নাই। এর পর থেইক্কা গ্রাম জুইড়া এই কথা ছড়াইয়া গেছে। আর রক্ষা পাই নাই। সবাই আমারে দোর দোর করে। কাম-কাজও পাই না। আমি ওদের দলে

(হিজড়া সম্প্রদায়) মাঝে মধ্যে যাই আবার যাই না। কোন কাজ না পাইলে ওগো লগে যাই। চার মাস হইলো কোথাও যাই না। আপানাগো তেইকা ট্রেনিং ও মেশিন পাওয়ার পর একন আমি গড়ে মাসে আট হাজার কামাই করতাছি। আল্লাহ আমারে সুহে (সুখে) রাখছে। কারো কাছে আর এহন হাত পাততে হইব না। এহন আমি বাড়িতেই থাকব। কোথাও আর যাইব না।"

"হিজড়াদের বহমান জীবকায়ন ধারা পরিবর্তনে সরকার বেশ আন্তরিক। ২০১২-২০১৩ অর্থবছর হতে প্রতিটি অর্থবছরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণে বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দেশের কিছু সংখ্যক হিজড়া বর্তমানে প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা পাচ্ছে। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অপ্রতুল"

▪ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন ধারা

যখন একজন মানুষ বুঝতে পারে সে হিজড়া তখন সে পরিবার, সমাজ সব জায়গায় অবহেলা আর অবজ্ঞার স্বীকার হয়। তখন সে তার দুঃখ শেয়ার করার জন্য তার মত যারা তাদের সাথে মিশে যায় এটাই স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। তবে এর বাইরেও বিভিন্ন কারণ রয়েছে; যে কারণে কোন হিজড়া পরিবারে থাকতে অনীহা প্রকাশ করে এবং হিজড়া সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে তারা মূলত সংঘবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়ে থাকতে পছন্দ করে। সমাজে খুব কম সংখ্যক হিজড়া রয়েছে; যারা জীবনভর নিজ পরিবারে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। হিজড়া স্ব-রূপে প্রকাশিত হওয়ার সময় হতেই তারা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে শিখে। জৈবিক চাহিদার কারণেও একটি

বয়সে তারা নিজ গৃহত্যাগী হয় এবং 'স্বেচ্ছাচারী' জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। তাছাড়া একাকীত্ব, উপার্জন, নিরাপত্তার স্বার্থেও তারা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। দেশের দলবদ্ধ হিজড়া সম্প্রদায় মূলত যে কাজটি করে জীবন নির্বাহ করে থাকে তা হল বাসা-বাড়ি, ট্রেন, বাস-লঞ্চ, যাত্রা পথে ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকা গাড়ির যাত্রী, পথচারী কিংবা বিয়ে-পূজা অথবা যে কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে টাকা উঠানো। তাছাড়া কোন বাড়িতে নবজাতকের জন্ম হয়েছে এই সংবাদ পেলে সেখানে গিয়ে তারা দল বেঁধে উপস্থিত হয় এবং অনেকটা জোর টাকা আদায় করে। শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যতার কারণে চাকুরী করে এমন হিজড়ার সংখ্যা খুবই নগণ্য। তারা মূলত নাচ-গান গেয়ে টাকা উঠানো, শিশু নাচানো, সৌন্দার্যায়নের (বিউটি পার্লার) কাজ, শরীর ম্যাসেজের কাজ ও যৌনতার কাজে বেশি আগ্রহী।

দ্বিতীয় অধ্যায়
হিজড়াঃ বৈষম্যের কোলে জন্ম

১. মূলধারায় আনয়নে হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সমস্যা
২. হিজরা জনগোষ্ঠীর সমস্যা উত্তরণে করণীয়
৩. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ

"আজ হিজড়া হওয়ার কারণে বাসে মানুষ আমার পাশে বসে না, আমি একটা ভাল বাসা ভাড়া নিতে পারি না। আমার ইচ্ছা করে আমার বাবা, মা, আমার পরিবারের সাথে থাকতে, আমার বাবা মা আমাকে রাখতে চায় কিন্তু সমাজের মানুষের কথার ভেবে তারা আমাকে তাদের কাছে রাখে না। আমার মনে খুব কষ্ট"

আশা হিজড়া

১. মূলধারায় আনয়নে হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সমস্যা

হিজড়া জনগোষ্ঠী মূলধারা হতে মূলত বিচ্ছিন্ন। এর মূল কারণ তাদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের জীবন-যাপন প্রণালী এবং স্বেচ্ছাচারী আচরণ। যে কারণে হিজড়ারা পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে অধিকার বঞ্চিত। অনেক পরিবার এই ভিন্ন আচরণের কারণে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়। পরিবারে থাকলেও তাদের মতামত কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তেমন অংশগ্রহণ থাকে না। বেশির ভাগ হিজড়াই পরিবারের সম্পদ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। আত্মীয়স্বজন এমনকি পরিবারের লোকজনও তাদের পরিচয় দিতে চায় না। পরিবার, সহপাঠী কিংবা প্রতিবেশীর তাচ্ছিল্য আচরণ, ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ, অবজ্ঞা আর অবহেলার কারণে তাদের অধিকাংশই সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে। তবে তাদের প্রতি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি স্থান-কাল-পাত্রভেদে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় ১২টি দেশের হিজড়াদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে ধর্মের একটি বড় প্রভাব রয়েছে (দোসাতোঁস ২০০৪)। হিজড়া সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার প্রায় শূণ্যের কোটায়। হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব। এটি দীর্ঘ সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ধীরে ধীরে করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে তাদের উপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। আলোচনায় জানা যায় যে, বিদ্যমান সামাজিক জীবন ধারায় হিজড়া সম্প্রদায় বিভিন্ন ধরনের পুঁজি ও সম্পদের অভাবে তারা স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ‘টেকসই জীবিকায়ন ফ্রেমওয়ার্ক’ এর মাধ্যমে নিম্নে তাদের জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করা হলো।

টেকসই জীবিকায়ন ক্ষেত্র	অবস্থান বিশ্লেষণ
সামাজিক পুঁজি	স্বাভাবিক ব্যক্তির ন্যায় হিজড়াদের আয় কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকা সত্ত্বেও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নেই বললেই চলে। যে কারণে সমাজে তাদের সামাজিক মর্যাদা কম, বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়, পরিবার ও সমাজের সাথে তাদের মিল-বন্ধন থাকে না। এ ক্ষেত্রে হিজড়াদের সামাজিক পুঁজি প্রায় শূণ্যের কোটায়।
আর্থিক পুঁজি	হিজড়াদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতা নেই এবং তারা ঋণ গ্রহণ করে ঋণ ফেরত দিতে পারবে বলে অনেকে মনে করছে না। যে কারণে আর্থিক পুঁজিতেও তারা অনেকাংশে পিছিয়ে। তাছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজে কাজ করার সুযোগ পেলেও মজুরীর পরিমাণ যথেষ্ট কম থাকে।

“বাংলাদেশ সরকার নভেম্বর, ২০১৩ সালে ‘হিজড়া’ জনগোষ্ঠীকে ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে (ধারা ৩৭৭ (ক), বাংলাদেশ পেন্যাল কোড)। এর মাধ্যমে তারা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নাগরিক হিসেবে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবে। তাছাড়া বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন সিভিল এন্ড পলিটিক্যাল রাইটস এবং ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন ইকনোমিক, সোশ্যাল এন্ড কালচারাল রাইটস অব ডাইভার্স সেক্সুয়ালিটি স্বাক্ষর করেছে। তথাপি হিজড়া গোষ্ঠীকে পুরোপুরি মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য পাড়ি দিতে হবে আরো অনেক পথ।”

হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানকারী এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি দেশ

অবকাঠামোগত পুঁজি	হিজড়া জনগোষ্ঠী সাধারণত ভাসমান। তাঁদের অনেকের স্থায়ী বাসস্থান না থাকায় তারা কার্যকরভাবে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পায় না। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ধারাবাহিকভাবে কোন সেবা বা সহযোগিতা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। যে কারণে নিম্নমানের বাসস্থান, সুপেয় পানীয় জলের অভাব, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থাগত কারণে তাদের অবকাঠামোগত পুঁজিও প্রায় নিঃস্ব।
মানবিক পুঁজি	হিজড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার প্রায় শূণ্যের কোটায়। যে কারণে বাজার মাফিক কাজে তাদের দক্ষতা নেই এবং এ কারণে তাদের মজুরী স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় প্রায় অর্ধেক কম থাকে। এ প্রেক্ষিতে হিজড়াদের মানবিক অবস্থা শোচনীয়।
প্রাকৃতিক পুঁজি	হিজড়া জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ পারিবারিক সম্পদ হতে বঞ্চিত। যে কারণে তারা মূলত সম্পদহীন। তারা প্রায়ই সমাজের কমন রিসোর্স ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

তাছাড়া যে সকল কারণে হিজড়া জনগোষ্ঠী মূলধারা হতে বিচ্ছিন্ন তা নিম্নরূপঃ

এক. হিজড়াদের যৌন জীবন প্রক্রিয়া সমাজে অগ্রহণযোগ্য এবং ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে অপরাধমূলক। যে কারণে হিজড়া ও হিজড়াভুক্ত পরিবার সামাজিক জীবন ধারা হতে অনেকাংশে অবহেলিত এবং সমাজভেদে বিচ্ছিন্ন।

দুই. তাদের পেশা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত নয়। কারণ সাধারণ মানুষ মনে করে এ পেশায় মানুষের প্রতি জুলুম বা অত্যাচার করা হয়। সমাজ হিজড়াদের চাঁদাবাজি পেশাকে ভিক্ষাবৃত্তি বা আর্শিবাদ মনে করে না বরং মাস্তানি ধরনের আচরণ মনে করে। কারণ স্বেচ্ছায় মানুষের ভিক্ষা প্রদান ও আর্শিবাদ দেওয়ার প্রবণতা থাকলেও সমাজ তাদের জোর-জবরদস্তিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে না।

তিন. হিজড়াদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক থাকায় তারা সহজে অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীও তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে অনেকাংশে অপরাগ। যা সাধারণ মানুষ ভালোভাবে গ্রহণ করছে না।

চার. হিজড়া জনগোষ্ঠীর সঠিক কোন জরিপ নেই; যা তাদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে অন্যতম একটি সমস্যা।

২. হিজড়া জনগোষ্ঠীর সমস্যা উত্তরণে করণীয়

সমাজে অবহেলা আর বঞ্চনা নিয়ে বেঁচে আছে প্রকৃতির খেয়ালে জন্ম নেওয়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিজড়া জনগোষ্ঠী। এমনকি মমতাময়ী মা তার হিজড়া সন্তানকে লোকলজ্জার ভয়ে একসময় দূরে ঠেলে দিয়েছেন- এখনও ঠেলে দেয়। সাধারণত হিজড়াদের কেউ কাজ দিতে চায় না। তাই এদের আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দিক হুমকির মুখে পতিত। বিভিন্ন সময়ে সরকারি-বেসরকারি কিংবা ব্যক্তিগত উপায়ে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে' কিন্তু তারপরও হিজড়া জনগোষ্ঠীর একটি

"শৈশবে মা আদর করে নাম রেখেছিল মুরাদ হোসেন। জীবনের রং বুঝার আগেই বুঝে গিয়েছিলাম কষ্টের রং। এই পরিবার-সমাজ আমাকে অবজ্ঞা-ঘৃণা, তিরস্কার আর অবহেলার রং উপহার দিয়েছে: ভালবাসা, স্নেহ কিংবা সহানুভূতির রং নয়। স্যার বলুন তো আমার জন্মের পেছনে যদি আমার হাত না থাকে; তাহলে আমার কর্মের

পেছনে এতো জবাবদিহিতা কেন? আরশির এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। পুনশ্চ: আরশি বর্তমানে ডিগ্রী-তে পড়াশুনা করছে। চমৎকার গুছিয়ে কথা বলে। সে কম্পিউটার ও সেলাই কাজে দক্ষ। সে একজন ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য। তার আকুল আবেদন সে সেলাইয়ের কাজ করে যে আয় করছে তাতে পড়াশুনা করতে পারছেনা। সে একটা চাকরি চায়"

বৃহৎ অংশের জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। বেঁচে থাকার জন্য এখনো হিজড়াদেরকে অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। স্বাভাবিক কর্মসংস্থান ও আয় রোজগারের সুযোগ না থাকায় জীবিকার প্রয়োজনে তাদের একটা অংশ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের দাবির মুখে হিজড়াদের নাগরিকত্ব ও তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাদের পুনর্বাসনে চাকরিতে নিয়োগ ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে হিজড়াদের জন্য একটি তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে। সরকার হিজড়াদের ট্রাফিক পুলিশ-এ নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিভিন্ন সময় সরকার হিজড়াদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের আশ্বাস দেন। কিন্তু চরম বাস্তবতা হচ্ছে এসব বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের পরও তাদের জীবনমানের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

▪ সমস্যা উত্তরণে করণীয়সমূহ

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের অধিকার বাস্তবায়নে সরকার, বেসরকারি সংগঠন ও গণমাধ্যমকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু কর্মসূচি ঘোষণা করলেই হবে না, তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। হিজড়াদের কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আর বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে তাদের কল্যাণে কাজ করতে হবে। তাহলে সমাজের এই অবহেলিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত হবে। হিজড়া কল্যাণ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক গণমাধ্যম ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত সুপারিশমালায় তাদের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে ৮ দফা দাবী উত্থাপন করেন। সমস্যা উত্তরণে দাবীগুলো হলোঃ

এক. বাংলাদেশে প্রায় ১২ লাখ বসতি ও ভাসমান হিজড়াদের সামাজিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণসহ তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারিভাবে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, দুই. হিজড়া সম্প্রদায়ের শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতসহ তাদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী আইন নিশ্চিত করা, তিন. বাংলাদেশ উপজাতি, মুক্তিযোদ্ধা, বেদে, প্রতিবন্ধীদের ন্যায় হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্যও শিক্ষা, চাকরির সুবিধা নিশ্চিত করা, চার. হিজড়াদের সামাজিক ও মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে দেয়ার মধ্যে দিয়ে, তাদের একমাত্র পেশা বাজার কালেকশন ও বাচ্চা নাচানোসহ সামাজিক নিরাপত্তা লক্ষ্যে তাদের সাথে সহনশীল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করা, পাঁচ. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশ বসবাসরত হিজড়াদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়, অঞ্চল ভিত্তিক পল্লী স্থাপনায় তাদের বাসস্থান ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা, ছয়. দেশের সকলে বৃহত্তর শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বিমাসহ সব প্রতিষ্ঠান হিজড়া পুনর্বাসনের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন করা, সাত. হিজড়াদের ভোটার অধিকার, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমের দক্ষ জনশক্তি রূপান্তর করা এবং আট. স্থানীয় সরকারের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে হিজড়াদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন হিজড়াদের বর্জনমূলক থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজে আনয়নে মূলত তেরটি কাজ নিশ্চিত করা অতিব জরুরী, যথা–

১. হিজড়াদের পরিবারেই হবে তাদের স্থায়ী আবাসস্থল তা নিশ্চিত করা
২. সঠিক হিজড়াদের শনাক্তকরণের প্রয়োজনে একটি গ্রহণযোগ্য জরিপ পরিচালনা
৩. শৈশবকালে সমস্যা চিহ্নিতকরে চিকিৎসার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে পরিবার অথবা সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ
৪. পরিপূর্ণ হিজড়া রূপ ধারণে অনেক কর্মক্ষম ছেলেদের জোর পূর্বক বা প্রতারণার মাধ্যমে অঙ্গচ্ছেদ করা বন্ধকরণে এ কার্যকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা
৫. 'হিজড়াও মানুষ' এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা
৬. হিজড়াদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা
৭. কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্ম পরিবেশ সৃজনে সরকারি সহায়তার নিশ্চয়তা করা
৮. হিজড়াদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা
৯. হিজড়া শিক্ষার্থীদের উপ-বৃত্তি ও বয়স্ক হিজড়াদের ভাতার ব্যবস্থা করা
১০. সরকারি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের সরকারি চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা
১১. সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
১২. জোরপূর্বক যে কারো কাছ হতে অর্থ আদায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা; যাতে অল্প বয়সে কোন হিজড়া গ্রহণযোগ্য কোন কর্মে নিজেকে সম্পৃক্ত না করে চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে না পড়ে
১৩. পাঠ্য-বইয়ে হিজড়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক ধারণা প্রদানে কোন সুনির্দিষ্ট নিবন্ধ সংযোজন করা।

৩. হিজড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ

সামাজিক লাঞ্ছনা, পারিবারিক বঞ্চনা এবং গৃহদশা থেকে মুক্তি পেতে বন্ধুর পথ বেছে নেয় হিজড়ারা। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে পরিবারের সঙ্গে বসবাসের সুযোগ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবী। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণে প্রয়োজন সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াস। বাংলাদেশে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিকভাবে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। এখানে শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগসমূহ-কে প্রধান্য দেয়া হয়েছে।

হিজড়াদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজের স্বাভাবিক ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বর্তমান সরকার সক্রিয় বিবেচনা করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার ২০১৩ সালে হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। হিজড়াদের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণে সরকারের পদক্ষেপগুলোর মধ্যে হিজড়াদের নিরাপদ আবাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা, বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ, হিজড়া শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, কর্মক্ষম হিজড়াদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা। সরকারের ন্যাশনাল সার্ভিসসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে হিজড়াদের সম্পৃক্ত করা এবং আদমশুমারীসহ বিভিন্ন জরিপে হিজড়াদের জন্য আলাদা একটি কলাম রাখা ও ভোটার তালিকায় হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ উদ্যোগ।

সরকার হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়নে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর হতে সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থসামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে দেশের ছয় জেলায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, বগুড়া ও সিলেট) পাইলট প্রকল্প চালু করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সরকার পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭৬টি জেলা যথা ঢাকা, চট্রগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা, বগুড়া এবং সিলেটে এ কর্মসূচি চালু করেছিল। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ছিল বাহাত্তর লক্ষ সতের হাজার টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নতুন ১৪ টি জেলাসহ মোট ২১টি জেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় নতুনভাবে সংযোজনকৃত জেলাগুলো হলো গাজীপুর, নেত্রকোণা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া, কুমিল্লা, জয়পুরহাট, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও পিরোজপুর। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বাজেটে চার কোটি সাত লক্ষ একত্রিশ হাজার ছয়শত টাকা বরাদ্দ ছিল। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কর্মসূচির বরাদ্দ ছিল চার কোটি আটান্ন লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের ৬৪ জেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৪ জেলায় বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ১১ কোটি

সরকার কর্তৃক দেশের প্রকৃত হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি স্বরূপ পরিচয় পত্র প্রদান

৪০ লক্ষ টাকা। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে এক. স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে (জনপ্রতি মাসিক প্রাথমিক ৭০০/-, মাধ্যমিক ৮০০/-, উচ্চ মাধ্যমিক ১০০০/- এবং উচ্চতর ১২০০ টাকা হারে) উপবৃত্তি প্রদান; দুই. ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল হিজড়াদের বিশেষ ভাতা জনপ্রতি মাসিক ৬০০/- টাকা হারে প্রদান; তিন. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন এবং চার. প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা হিসাবে দশ হাজার টাকা প্রদান করা (তথ্য সূত্রঃ ওয়েব সাইট, সমাজসেবা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)।

তৃতীয় অধ্যায়
হিজড়া: উন্নয়নযাত্রায় উজ্জীবিত উদ্যোগ

বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার পৌর মিলনায়তনে হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক মত-বিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী হিজড়াদের সাথে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ধুনট পৌর মেয়র এবং টিএমএসএস-এর ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ

১. হিজড়া উন্নয়ন উদ্যোগ: কেন এবং কিভাবে
২. উদ্যোগ প্রত্যাশা
৩. হিজড়াদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণে উজ্জীবিত কার্যক্রমসমূহ

১. হিজড়া উন্নয়ন উদ্যোগ: কেন এবং কিভাবে

জন্মগতভাবেই হিজড়ারা স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়। ঠিক যেমন একজন প্রতিবন্ধী। কিন্তু প্রতিবন্ধীদেরকে কেউ সমাজ ছাড়া করে না বা অচ্ছুতও ভাবে না। কিন্তু আমরা দেখি কারো ঘরে হিজড়া জন্ম নিলে সভ্য সমাজে তার কোন ঠাঁই মিলে না। পরিবার থেকে শুরু করে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবাই অমানবিক আচরণ করে নারী পুরুষের মাঝামাঝি চরিত্র নিয়ে জন্ম নেওয়া একজন হিজড়ার সাথে। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাসহ সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় সে। অধিকার বঞ্চিত হিজড়ারা তাই বাধ্য হয় আলাদা একটি সমাজ গড়ে যা সভ্য সমাজ থেকে বহু দূরে। তাই হিজড়া একটি অমানবিক অবহেলার প্রতিনাম। কেননা সভ্য সমাজের মানুষরা এখনও সম্মানের জায়গা হতে এ জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেয়নি। তথাপিও বলতে হয় হিজড়ারাও মানুষ। তাদের মৌলিক অধিকার রয়েছে। তাদের যথাযথ পুনর্বাসন আজ সময়ের দাবী। এপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে পিকেএসএফ এর ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। পরবর্তীতে জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা প্রশাসন, ধুনট পৌর মেয়র, তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ৫০ জন হিজড়াদের সাথে তাদের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক এক মত-বিনিময় সভা করা হয়। উক্ত সভায় টিএমএসএস-কে এই ধরনের মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করায় উপস্থিত সকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মত-বিনিময় সভায় স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় সাংসদ, ধুনট পৌরসভা এবং টিএমএসএস সমন্বয়ে হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমটি পরিচালিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। টিএমএসএস-এর ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় হিজড়াদের অধিকার ও সামাজিক শিষ্টাচার বিষয়ক দিনব্যাপী ওরিয়েন্টশন প্রদান এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তাদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রদান, উপযোগী ঋণ প্রদান এবং বিশেষ ক্ষেত্রে খাদ্য সামগ্রী প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিগণ

জরিপপ্রাপ্ত ফলাফলের প্রেক্ষিতে ধুনট উপজেলায় বসবাসরত হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক মত-বিনিময় সভা শেষে অংশগ্রহণকারী হিজড়াদের সাথে মাননীয় এমপি মহোদয় ও ধুনট পৌর মেয়র এবং টিএমএসএস-এর ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ

২০১৭ সালের প্রথম পর্যায়ে সহযোগী সংস্থা টিএমএসএস বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলাধীন ধুনট পৌরসভায় বসবাসরত ৫০ জন হিজড়ার ওপর এক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। জরিপে তাদের পুরো ঠিকানা, বাবা-মায়ের পরিচয়, পরিবারের আর্থিক অবস্থা, হিজড়ায় রুপান্তরের সময়কাল, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বর্তমান পেশা, বর্তমান ঠিকানা, বর্তমান পেশা ত্যাগ করলে তারা কি ধরনের কর্ম বা সহযোগীতা চায় ইত্যকার পর্যায়ক্রমে তাদের সামাজিক সুরক্ষা খাতে ভাতার অন্তর্ভুক্তকরণ, পরিচয় পত্র প্রদান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে সুদমুক্ত ঋণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। টিএমএসএস-এর ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সম্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পর্যন্ত গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

২. উদ্যোগ প্রত্যাশা

সমন্বিত উদ্যোগে (স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও টিএমএসএস) ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় "হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" বাস্তবায়িত কার্যক্রমে আমাদের মূল প্রত্যাশা হলো পাঁচটি, যথা:

১. প্রকল্পভুক্ত হিজড়াদের সামাজিক শিষ্টাচার, রীতি-নীতি ও মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা;

২. আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা করা;

৩. চাহিদা সাপেক্ষে উপযুক্ত ঋণ বা অনুদান প্রদান করা;

৪. নিজ পরিবারে পুনর্বাসন করা;

৫. সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

৩. হিজড়াদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণে উজ্জীবিত কার্যক্রমসমূহ

- ওরিয়েন্টেশন প্রদান

প্রত্যাশা অনুযায়ী সব ধরনের কার্যক্রম ইতোমধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২ ব্যাচে ৫০ জন প্রকল্পভুক্ত হিজড়াদের দিনব্যাপী "সামাজিক শিষ্টাচার, রীতি-নীতি ও মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রে তাদের অধিকার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিকরণ" ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে সামাজিক রীতি নীতি ধারণা এবং সমাজ জীবনে তা মেনে চলার গুরুত্ব, শালীনতা ও শিষ্টাচার, আত্মমর্যাদাবোধ উন্নয়ন, বৈধ কর্মময় জীবনের মর্যাদা, দৃষ্টিভঙ্গি: আমার প্রতি আমার এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে আমার করণীয়, রাষ্ট্রে হিজড়াদের অধিকার ও উন্নয়ন উদ্যোগসমূহ। প্রতিটি ওরিয়েন্টেশন শেষে তাদের-কে চারটি বিষয়ে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। শপথ বাক্যগুলো যথাক্রমে:

এক. রাস্তায়-বাসা-বাড়ি-দোকানে জোরপূর্বক চাঁদা নেয়া যাবে না,

দুই. চাঁদা আদায়কালে কিংবা সামাজিক রীতি-নীতি বিরুদ্ধ অশ্লীল কোন আচরণ করা যাবে না;

তিন. প্রশিক্ষণ, ঋণ কিংবা অনুদান প্রাপ্তির পর নিজ পরিবারে বাধ্যতামূলক ফিরে যেতে হবে;

চার. প্রকল্পের আওতায় যে কোন সভা-প্রশিক্ষণ ও সমাবেশে যোগদান করতে হবে।

প্রকল্পভুক্ত হিজড়াদের সামাজিক শিষ্টাচার, রীতি-নীতি ও মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রে তাদের অধিকার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন এর খন্ডিত ছবি। ওরিয়েন্টেশন পরিচালনা করছেন টিএমএসএস-এর উজ্জীবিত প্রোগ্রাম অফিসার

বগুড়া ধুনট উপজেলায় সামাজিক প্রতিবন্ধীদের (হিজড়া) কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এক মাসের প্রশিক্ষণ শেষে সনদ ও বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ১২টার দিকে ধুনট পৌরসভা হলরুমে হিজড়াদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি টিএমএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা বেগম। এ উপলক্ষে ধুনট পৌরসভার মেয়র এজিএম বাদশাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন, পুন্ড্র ইউনির্ভাসিটির চেয়ারম্যান সাহজাহান তরু, টিএমএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা এ্যাড. মোকবুল হোসেন, প্রকল্প সমন্বয়কারী যুগ্ম পরিচালক কামরুজ্জামান খান, সিনিয়র জোনাল ম্যানেজার মাসুদুর রহমান, নির্বাহী পরিচালকের পিএস সোহেল রানা, শাখা ব্যবস্থাপক আব্দুস ছালাম, আলহাজ নুর আহম্মেদ রাজা, প্রোগ্রাম অফিসার (স্যোসাল) মোর্শেদা হক মুকুট মনি, পৌর কাউন্সিলর শাহজাহান আলী, রনজু মল্লিক, বাবুল আকতার বাবু, আলী আজগর মান্নান, সোলায়মান আলী, ফজলুল হক সোনা, শিল্পী খাতুন। উল্লেখ্য, ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় ১০জন হিজরার মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে টিএমএসএস।

জাতীয় অনলাইন পোর্টাল সংবাদ জানালা।

- সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ

প্রাথমিক পর্যায়ে নির্বাচিত ১০ রুপান্তরকামিতা বা হিজড়াকে মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে ২০ টি ডিজাইন তাদের ধারাবাহিকভাবে শেখানো হয়। প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলে। প্রশিক্ষণ শেষে টিএমএসএস এর নির্বাহী পরিচালক ড. হোসনে আরা বেগম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিজড়াদের মাঝে সেলাই মেশিন, সার্টিফিকেট প্রদান করেন। বগুড়ার ধুনট পৌর মিলনায়তনে হিজড়াদের মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপন করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের পুনরায় শপথ বাক্য করানো হয় যাতে উপার্জন উপযোগী হওয়ার সাথে সাথে বর্তমান পেশা ছেড়ে নিজ পরিবারে ফিরে যায় এবং সেলাই মেশিন-কে

প্রকল্পভুক্ত হিজড়াদের মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিজড়াদের মাঝে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন ও সার্টিফিকেট বিতরণ করছেন টিএমএসএস এর নির্বাহী পরিচালক ড. হোসনে আরা বেগম

তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করে। হিজড়াদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। নিম্নে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর সংযোজন করা হলো।

▪ উপযুক্ত ঋণ ও অনুদান প্রদান

শুধু ঋণ দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র হাতিয়ার নয়, এটা দিয়েই শুধু দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। তবে ঋণ সমাজে অনেক পরিবর্তন এনেছে। নারীর ক্ষমতায়নের

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে
— হাবিবর রহমান এমপি

ধুনটে হিজড়াদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

সাঁথিয়ায় জমিজমা সংক্রান্ত সংঘর্ষে আহত ৩, লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার

পত্নীতলা থানা

পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে উপযোগী ঋণ কার্যক্রম। পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা টিএমএসএস উপযুক্ত ঋণের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এই ধারাবাহিকতায় টিএমএসএস উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় পাইলট ভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনায় দুই জন হিজড়া (বাতাসি ও সাবিনা)-কে জনপ্রতি ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার টাকা উপযুক্ত ঋণ প্রদান করেছে। ঋণপ্রাপ্ত বাতাসি হিজড়া (ধুনট হিজড়াদের কথিত গুরু) বর্তমানে ঋণের টাকায় ধুনট বাজারে একটি মুদির দোকান এবং সেলাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাবিনা হিজড়া কাপড় সেলাইয়ের পাশাপাশি ঋণের টাকায় কাপড় বিক্রির দোকান পরিচালনা করছে। তাছাড়া উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২ জন হিজড়াকে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন বাবদ জন প্রতি ১০ হাজার টাকা করে মোট ২০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

▪ পরিবারে পুনর্বাসন

যুগ যুগ ধরে হিজড়া জনগোষ্ঠীরা নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে দেশের আনাচে কানাচে একসাথে কয়েকজন মিলে বসবাস করে থাকে। হিজড়া জনগোষ্ঠী সাধারণত পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে শহরে এলাকায় বসবাস করে মূলত জীবিকা নির্বাহের তাগিদে। শহর-উপশহর

ঋণপ্রাপ্ত বাতাসি হিজড়া বগুড়া ধুনট পৌর শহরে নিজের মুদির দোকানে কর্মরত

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন অনুদানপ্রাপ্ত খালেক হিজড়া হাঁটে-বাজারে অন্য হিজড়াদের সাথে চাঁদা তোলা ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে সে নিজ পরিবারে পুনর্বাসিত

এলাকার পথঘাট, ট্রেন-বাস-লঞ্চঘাট, রেলস্টেশন, দোকানে কিংবা মার্কেটে টাকার জন্য হাত পাতে। বিশেষ ক্ষেত্রে জোর করে মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে থাকে। দিনব্যাপী যা আয় করে, তার একটা ভাগ গুরু মা বা সর্দারকে দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে হিজড়াদের সালিশী বৈঠক হয়। ১৫ থেকে ২০ সদস্যের সালিশী বৈঠকে সর্দারের নির্দেশ অমান্যকারী হিজড়াদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। হিজড়ারা সর্দারের সালিশকে মাথা পেতে গ্রহণ করে। তাছাড়া তাদের কোন উপায় থাকে না। এর কারণ নিজ পরিবার হতে বিচ্ছিন্নতা। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় তারা নিজ পরিবারে বসবাস করতে পারে না। তাদের একটি অংশ আবার ইচ্ছে করেও নিজ পরিবারে বসবাস করতে চায় না। তবে হিজড়াদের মান-সম্মত জীবনযাপনে ও অসামাজিক কিংবা চাঁদা আদায় করে জীবন নির্বাহ করা থেকে বিরত রাখার মূখ্য কৌশল হলো প্রতিটি হিজড়াকে নিজ পরিবারে পুনর্বাসন করা। এ প্রেক্ষিতে উজ্জীবিত প্রকল্পভুক্ত ৫০ জন সদস্যকে নিজ পরিবারে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে অনেকাংশে বাধ্যবাধকতা রয়েছে; যা সত্যিই দুরূহ ও কঠিন কাজ। তবে এ পাইলট প্রকল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রকল্পভুক্ত ৫০ জন হিজড়াদের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৮ জন হিজড়াসহ মোট ৩৮ জন হিজড়া ইতোমধ্যে নিজ পরিবারে ফিরে গিয়েছে। এ বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্নভাবে প্রশাসন, সংস্থার পক্ষ হতে পরামর্শ ও কাউন্সিলিং করা হয়েছে।

“ইতোমধ্যে নির্বাচিত ১১ জন উজ্জীবিত হিজড়া সদস্যকে সরকারি পরিচয় পত্র (তৃতীয় লিঙ্গ) প্রদান এবং ১ জন বয়স্ক হিজড়াকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে”

■ সরকারি সেবাপ্রাপ্তিতে সহায়তা

হিজড়া জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থসামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন সমাজের মূল স্রোতধারায় তাদের সম্পৃক্তকরণ। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি সুযোগ-সুবিধায় হিজড়াদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা গেলে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অনেকাংশে ত্বরান্বিত হবে। এ লক্ষ্যে উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র শ্রেণির বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও হিজড়া সদস্যদের সরকারি সেবাপ্রাপ্তিতে সহায়তা করা হয়। বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলায় প্রকল্পভুক্ত হিজড়া সদস্যদের সরকারি পরিচয় পত্র প্রদানে শুরু হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচিত ১১ জন উজ্জীবিত হিজড়া সদস্যকে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে সরকারি পরিচয় পত্র (তৃতীয় লিঙ্গ) প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ জন বয়স্ক হিজড়া পৌর সভা হতে ভাতা পাচ্ছে। **উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিজড়াদের হালনাগাদ তথ্যাবলি সারণি-১ এ উপস্থাপন করা হলো**। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০ জন হিজড়া বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। তাদের অনুমতি না থাকায় বিস্তারিত ঠিকানা প্রকাশ করা হলো না।

ক্রম. নং	নাম	মায়ের নাম	বাবার নাম	গ্রাম	মন্তব্য
০১	সাগরিকা	শুভা রানী	সুমল	কলেজ পাড়া	বর্তমানে সেলাই কাজে নিয়োজিত
০২	ছন্দনা	বুলিরানী	মঙ্গল	কলেজ পাড়া	বর্তমানে সেলাই কাজে নিয়োজিত
০৩	ববিতা	মোছা: আন্‌জুয়ারা বেগম	মো: মুকুল মিয়া	চান্দার পাড়া	নিয়মিত সেলাই কাজ করছে না
০৪	আশা	মোছা: খাতুনি	মো: জলিল মিয়া	নিততি পাতা	বর্তমানে সেলাই কাজে নিয়োজিত
০৫	বেহুলা	মোছা: সিয়ামুন বেগম	মো: আবু বক্কার	কালের পাড়া	বর্তমানে সেলাই কাজে নিয়োজিত
০৬	সাগরী	মোছা: আয়জন খাতুন	মো: সোলায়মান	পাকুড়ী হাট	নিয়মিত সেলাই কাজ করছে না
০৭	পুটি	মোছা: মালেকা বেগম	মো: শফি মিয়া	হাটশিরা	বর্তমানে সেলাই কাজে নিয়োজিত
০৮	রাশি	মোছা: আন্‌জু বেগম	মো: বাবলু মিয়া	তারাকান্দি	বর্তমানে সেলাই কাজে নিয়োজিত
০৯	ছাবিনা	মোছা: হালিমা বেগম	মো: রহিম মিয়া	ঝিনায়	বর্তমানে সেলাই কাজে নিয়োজিত
১০	ছুটকি	মোছা: লিপি খাতুন	মো: বেল্লাল হোসেন	কাহালু	বর্তমানে সেলাই কাজে নিয়োজিত

চতুর্থ অধ্যায়

চিরকুট: পরিবর্তনের হাওয়া

"পাঁচ তলাতে নয়কো যারা, গাছ তলাতেই থাকে
তোমার কলম তাদের ব্যথার একটু কি খোঁজ রাখে?
ডুবছে যারা জটিল জীবন চোরাবালির পাঁকে তাদের
চোখের জলে ক'জন চাল চিত্তির আঁকে।"

ভবানী প্রসাদ

পরিবর্তন চিরকুট-১

"জীবনের ৩৬ বছর পর আপনাগো উছিলায় (উজ্জীবিত প্রকল্পভুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে) আবার মা-বাবার কাছে আইছি। অহন তো আমি প্রতি মাসে গড়ে ৮ হাজার টাকা আয় করবার পারি। বাবা কিছু কয়না। মা খালি কয় মানুষজন তোর লাগি আবার কথা কওয়া শুরু করছে। স্যার জানিনা কয় দিন এভাবে থাকবার পারব। মনডাও কেন জানি কালি (শুধু) ওদ্দের সাথে যাইবার চাই। দোয়া রাইখ্যান যেন থাকবার পারি"

শৈশবকাল

শৈশবে মা-বাবা নাম রেখেছিল সোবহান আলী। আলীশান ইচ্ছে থাকলেও দারিদ্র্যতার যাতাঁকলে চেপে পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার গহীনের সব ইচ্ছেগুলো। পরিচিত উঠোন, মায়ের আঁচল আর পাড়ার দশটা দুষ্ট ছেলেদের সাথে বেলা-অবেলায় নিত্য খেলাধূলায় মগ্ন থাকা দিনলিপি বেশি দিন সইলো না সোবহান আলীর। মাত্র ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়াশুনা পর সোবহান আলীর পড়াশুনায় মন ঠেকে না। একদিকে দারিদ্র্যতা অন্য দিকে নিজের সাথে একান্তে নিজের বোঝাপড়ার অমিল। সোবহান আলীর এই অন্তঃদ্বন্দ্বে দিন যায়, মাস যায়।

দহনকাল

মাস গড়িয়ে ক্যালেন্ডারের পাতায় বছর ঘুরে; সাথে সোবআন আলী ভেতরের সত্ত্বা ঘুরে যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে পুরুষ অবয়ব থাকলেও গহীনে অন্য এক মানষী সে আজ। অবশেষে নিজের কাছে নিজের পরিবর্তনের পূর্ণ রূপ অনুধাবন। প্রথমে কানাঘুষা, জানাজানি অতপর কেবলই তিরষ্কার, ভৎসনা, গৃহ ছাড়ার দহন! মা-বাবা, পরিবার-প্রতিবেশীর কাছে কেবলই অবজ্ঞা আর অবহেলার ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ অহর্নিশ বুকের কিনারে লাগে! সবশেষে আপন ঠিকানার খোঁজে। **"ঘর থেইকা ১৬ বছর বয়সে পতম বের হইছিলাম। হিজড়াগো লগে চলে আইছি। তারপর হইতে আজ ২০ বছর পর্যন্ত গুরু মা'র কাছে আছি"**। কথাগুলো বলছিলেন সোবহান আলী হতে ছাবিনা নামধারী এক দ্বৈত সত্ত্বা মানুষ। যাকে আমরা বলি হিজড়া, রাষ্ট্রীয় নাম তৃতীয় লিঙ্গ। কেউবা মানবিক দৃষ্টিতে তাদের ডাকে রূপান্তরকামি হিসেবে।

পরিবর্তন

ছাবিনার বর্তমান বয়স ৩৬ বছর। নিজ বাড়ি বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলাধীন চিকাছি ইউনিয়নের ঝিনায় গ্রামে। মায়ের নাম মোছাঃ রহিমা বেগম এবং বাবার নাম মোঃ রহিম। ৮ মাস পূর্বে সে টিএমএসএস হতে উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বর্তমানে সে মাসে গড়ে আট হাজার টাকার মতো আয় করে। তার এই পরিবর্তিত জীবন নিয়ে খুশী হলেও পারিপার্শ্বিক কারণে সে এখনও শংকিত।

পরিবর্তন চিরকুট-২

শৈশবকাল

জীবনের প্রথম বেলা বাবা-মা নাম রেখেছিলেন রুবেল। পুরো নাম মো. রুবেল মিয়া। বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার সদর পৌরসভার নিতিপাতা গ্রামে আজ থেকে ৫৫ বছর পূর্বে বাবা মো. জলিল মিয়া আর মা খাতুনি বেগমের কোলে রুবেল মিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। দাম্পত্য জীবনের ১৫ বছরে খাতুনির কোল জুড়ে পাঁচ মেয়ের জন্ম। সংসারে পাঁচ মেয়ে থাকলেও বাবা-মায়ের উভয়ের চাওয়া ছিল একটি ছেলে সন্তানের। প্রতীক্ষার ৩৫ বছর বয়সে খাতুনি বেগমের কোল জুড়ে এক ছেলে সন্তানের জন্ম। দারিদ্র্য নামক দানবের রোষানলে প্রতিদিন নিষ্পেষিত এই পরিবারে ছেলে সন্তানটি ছিল সবার কাছে আঁধার ছেড়া এক টুকরো আলো। জীবনের নিয়মে রুবেল বড় হতে থাকে। জীবনে কখনও স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়নি তার। তবুও পরিবারে তার আদরের কমতি ছিল না।

"ভাই এহন কুব (খুব) ভালা আছি। মানসের বকা খাইনা, সংসারের মানুষের লগে তাহি। আগে তো এহানে একদিন-ওইহানে একদিন গরু-ছাগলের মতো জীবন কাটাইতাম। এহন নিজেরে মানুষ মনে হয়। এ জন্য উজ্জীবিত আপার লাইগা মন থেইকা দোয়া করি। বাবা মারা গেছে। মা এহনও আমার বাইছা আছে। এক বোন আর মারে লইয়া এহন ভালা আছি। কাপড়ের কাছ কইরা যা আয় করি তা দিয়া চলতে পারি। এহন আর চাঁদাবাজি করব না"

দহনকাল

১৬ বছর বয়স হতেই রুবেল মিয়া তার শরীর ও মনে এক ধরনের পরিবর্তন অনুভব করে। দিন যায়-মাস গড়িয়ে বছর কিন্তু পরিবর্তনের মাত্রা প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। পুরুষের স্বাভাবিক আচার-আচরণ ছেড়ে কেবল-ই শরীর-মমনে নারীত্বের উপস্থিতি। কোন নারী বন্ধু নয়; সঙ্গতা চায় অপর এক পুরুষের। তার এই বৈপরিত্যে আচরণ এক সময় সবার কাছে ধরা পড়ে যায়। "আমার পয়লা পয়লা শাড়ি পড়তে, মেয়ের মতো সাজতে, হাটতে ভালো লাগতো। শাট-লুঙ্গি ছাইড়া সালোয়ার-কামিজ পড়তে চাইতাম। মা শুধু বকা দিতো। শেষে বাবা একদিন ভীষণভাবে আমারে মাইর দেয়। এর পর থেইকা নিজেরে আর সামলাইতে পারি নাই। একদিন অন্য হিজড়ারা ক্যামনে জানি কবর (খবর) পাইয়া আমাদের বাড়িতে আসে। লুকাইয়া আমারে তাদের সাথে যাইতে কয়। মা-বাবা-বোনদের বকা-ঝকা, বাড়ির পাশের লোকদের কানাঘুষায় একদিন ঘর থেইকা তাদের সাথে বাইর হইয়া যায়। তাদের সাথে থাকি। আমারে তহন তারা নতুন নাম দেয় 'আশা'। সারাদিন গান-বাজনা করি। বাজার ও মানসের বাড়ি হইতে ট্যাহা তুলি। মাঝে মাঝে লুকাইয়া বাড়িতে আসতাম। আবার কয়েক মাসের জন্য ওদের সাথে চইলা চাইতাম। কিচ্ছু করবার পারি নাই। শুধু তিন বেলা ভাত আর মানসের বকা খাইছি"। এভাবেই যাপিত জীবনের ৫৪ বছর নিজবাড়ী ছাড়া কাটিয়ে দিলেন আজকের এই আশা হিজড়া।

পরিবর্তন

আট মাস পূর্বে আশা অন্য হিজড়াদের সাথে উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বর্তমানে সে হিজড়াদের দল ছেড়ে নিজ বাড়িতে নিয়মিত থাকে। গড়ে প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকার অধিক আয় করে। সাথে তার একটি স্বামী পরিত্যক্তা বোনের ভরণ পোষণ দেয়। তার এই পরিবর্তিত জীবন খুব ভালো লাগছে বলে অবহিত করে।

পরিবর্তন চিরকুট-৩

"একদিন ছাবিনা হিজড়া আমারে কয় টিএমএসএস নাকি আমাগো ট্রেনিং করাইবো। যাতে কাজ কইরা চলতে পারি। হেয় কথা হুইনা (শুনে) আমি আপনাগো সেলাই ট্রেনিং নিছি। এহন তো ৭/৮ মাস ধইরা কারো কাছে হাত পাতি না। ওদের (অন্য হিজড়া; যেখানে তারা সংঘবদ্ধভাবে থাকে) সাথে থাকিনা। এহন বাড়িতে থাহি।

একটা মুদির দোহান (দোকান) চালায় আর আপনাগো সেলাই মেশিন দিয়া ব্যাগ সেলাই কইরা ভালই চলছি। মাসে গড় ৪/৫ হাজার টাকা আয় হয়। হেই জীবন আর ভালো লাগে না। এহন খুব ভলো আছি। তবে মাঝে মধ্যে ছেলে বন্ধু পাইতে ইচ্ছে করে"

শৈশবকাল

আবু বক্কর। বয়স ২০ বছর। পরিবারে এক বোন বিবাহিত। আর ভাই বলতে পরিবারে শুধু মাত্র আবু বক্কর। বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার তারাকান্দি গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে আবু বক্করের জন্ম। মা মোছাঃ চায়না বেগম এবং বাবা মোঃ নূর শেখ। বর্তমানে উভয়ই জীবিত আছেন। বাবা নূর শেখ এলাকায় ঘুরে পুরাতন জিনিসপত্র ঘুরে ক্রয় আর দিনশেষে বাজারে বিক্রি করেন। এই ক্রয়-বিক্রয়ের আয় দিলে চলে আবাদি জমিহীন এই দরিদ্র পরিবারটি। আবু বক্কর ৬ষ্ট শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। দুঃখ করে আবু বক্কর বলেন **"মাতা (মাথা) বালা (ভালো) না হে কারণে পড়াশুনা বেশি করতে পারি নাই। তাছাড়া স্কুলের ছেলে ফেলেরা নানা কথা কইতো হেই জন্যও পড়াশুনা আর হইলো না"**। জীবনের বুঝাপড়া না বুঝার আগেই আবু বক্কর বুঝে যায় তার মাঝে অনাকাংখিত এক সত্ত্বার উপস্থিতি। যে সত্ত্বার পুরুষ বৈশিষ্ট্যাবলিকে পরাজিত করে প্রতিনিয়ত নারীর রূপে মনোজ জগতে পরিবর্তন আনয়ন করে।

দহনকাল

১২ বছর বয়স হতেই সর্বাঙ্গে সে অনুভব করে একজন বাহ্যিকভাবে পুরুষ হয়েও নারীর মনোজ কল্পিত জীবনাচার। সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় আবু বক্কর আজ রাশি নাম ধারণকারী এক অন্য মানুষ। "বাবা-মা পয়লা খুব আমারে নে চিন্তা করতো। কারণ ঘরের একমাত্র ছেলে আমি। মা খালি বুঝায়। তুই এমন কাপড়-ছাপড় পরস (পরিধান) কে? তোর কি হইছে, আমারে কয় এমন করলে আমাগো সম্মান তাহে?" কিন্তু ভিতরের পরিবর্তন তাকে উথালা করে দেয়। একদিন সেই সুযোগ কাজে লাগায় তার এলাকায় বসবাসরত অন্য হিজড়ারা। তার ভাষায় "সহ্য করতে না পাইরা একদিন বাবা-মার কাছ হতে লুকাইয়া ওদের সাথে চইলা আসি। ওদের সাথে থাকতে খুব ভালো লাগে না তবুও যেন কি এক টানে এখনও ওদের কাছে যায়। এভাবে তো ৭ বছর ওদের সাথে কাটাইয়া দিছি"।

পরিবর্তন

ছাবিনা হিজড়ার মাধ্যমে খবর পেয়ে রাশি ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় টিএমএসএস হতে ধুনট পৌরসভা কক্ষে মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বর্তমানে সে অন্য হিজড়াদের সঙ্গ ছেড়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজ বাড়িতে পরিবারের সাথে বসবাস করছে। বাড়ির সামনে একটি মুদির দোকান এবং সেলাইয়ের কাজ করে গড়ে মাসে প্রায় ৪/৫ হাজার টাকা আয় করছে। এ জীবন তার খুবই ভালো লাগছে। তবে বাবা-মাকে সে কিছুতেই বলতে পারে না যে, সে একজন মেয়ে নয় ছেলে বন্ধু চায়।

পরিবর্তন চিরকুট-৪

শৈশবকাল

আশরাফ। শৈশব হতেই অভাবের তাড়নায় প্রতিবেশির বাড়িতে কাজ করে বড় হয়ে উঠা এক ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন। আশরাফ বুঝতে শেখার বয়স হতেই নিজেকে একজন মেয়ের মতো ভাবতে শেখে। ঝিয়ের কাজের সময়ও একজন নারী সাধারণত গৃহস্থালি পর্যায়ে যে ধরনের কাজ করে আশরাফও সেই কাজ করতে পছন্দ করতেন। প্রথমে প্রতিবেশী ছোট মানুষ বলে কিছু মনে না করলেও যখন বয়স বাড়ার সাথে বাড়িতে একান্তে কাজের ফাঁকে মেয়েলি পোষাক পরিধান করে গান কিংবা নাচতে ইচ্ছে করতেন আশরাফ; তখন থেকেই প্রতিবেশীরা তাকে অন্য দৃষ্টিতে চোখে দেখতে থাকে।

দহনকাল

যে মানুষগুলো একদিন বাড়িতে আশরাফকে কাজের সুযোগ দিতো এখন তারা আর দিতে চায়া না। সংসারে অভাব থাকায় মা-বাবার কোলেও আশ্রয় পায়নি আশরাফ। বাবা মো. শফি মিয়া গুড়ের ব্যবসা করে যা আয় করতেন তা দিয়েই চলতো তিন ভাই, দুই বোন আর আশরাফেদের অভাবী সংসার। মা মালেকা বেগম গৃহিনী। অভাবের কাছে পরাভূত হয়ে কোন দিন আশরাফের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। এই দ্বৈত সত্ত্বার আফরাফ মনে মনে ছেলে বন্ধু পেতে ইচ্ছে করতো। নাচে-গানে জীবনকে উপলবদ্ধি করতে চাইতো সে। একদিন সেই উচাটন মনের ঠাঁই হলো হিজড়া পল্লীতে। সেখানেই সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার হাটশিরা গ্রামের আশরাফ জীবনের ১৫ বছর কাটিয়ে দিলেন অন্য হিজড়াদের সাথে মানুষের বাড়িতে চাঁদা তুলে, হাটে-বাজারে নাচ-গান করে এবং অন্য এক নিষিদ্ধ জগতের বাসিন্দা হয়ে। শেষ সময়ে এসব কাজ তার কাছে ভালো না লাগলেও এই বৃত্তাবদ্ধ জীবন ভাঙ্গার কোন সুযোগ খুঁজে পাচ্ছিল না সে।

পরিবর্তন

একদিন অন্য এক হিজড়ার কাছে শুনলেন এখানে বসবাসরত (বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলাধীন পৌর শহরে বসবাসরত হিজড়াগণ) হিজড়াদের সাথে পৌর মেয়র আর এমপি সভা করবেন। সভায় এসেই প্রথম বুঝতে পারলেন টিএমএসএস তাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ, ঋণ বা অনুদান দিবে। তবে শর্ত হচ্ছে বর্তমান পেশায় আর থাকা যাবে না এবং নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে হবে। "এই কতা (কথা) শুইনাই মনে মনে কইলাম অহন আর তাকুম (থাকব) না। সেলাই প্রশিক্ষণ পাইলাম। এহন বাড়িতে তাহি। সেলাইয়ের কাজ, ঝিয়ের কাজ এবং ছাগল পালন কইরা যা আয় হয় তা দিয়া মারে লইয়া তাহি। এহন আমি খুব ভাল আছি। আর কোন দিন ওদের সাথে যাব না।"

"এই কতা (কথা) শুইনাই মনে মনে কইলাম অহন আর তাকুম (থাকব) না। সেলাই প্রশিক্ষণ পাইলাম। এহন বাড়িতে তাহি। সেলাইয়ের কাজ, ঝিয়ের কাজ এবং ছাগল পালন কইরা যা আয় হয় তা দিয়া মারে লইয়া তাহি। এহন আমি খুব ভাল আছি। আর কোন দিন ওদের সাথে যাব না।"

পরিবর্তন চিরকুট-৫

“কয় দিন আগে (৮ মাস পূর্বের কথা) বাতাসি হিজড়া কয়লো চন্দনা তুইতো গরীব মানুষ একটা ট্রেনিং হইবো, সেলাই মেশিন দিবো। তুই কাজটা শিখলে চলবার পারবি। এই কতা

শুনাই রাজি হইলাম আর এহন তোম এইডা কইরাই মায়েরে লইয়া জীবন চালায়। নতুন দেইকা প্রতম কেউ সেলাই কাজ দিতো না। এহন বেশির ভাগ পুরাতন কাপড় দেয় সেলাই করতে। যারা কোথা যাইতে পারে না তারা আমারে এহন কাজ দেয়”

শৈশবকাল

চন্দনা। পুরো নাম চন্দনা রানী। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে বগুড়া জেলার ধুনট সদরের কলেজ পাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মা বুলি রাণী এবং বাবা শ্রী মঙ্গলা রায়ের অতিদরিদ্র পরিবারে চন্দনা একজন নারী হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেন। পরিবারে এক ভাই এবং এক বোন শুধু মাত্র চন্দনা। শৈশব হতেই দারিদ্র্যতার অক্টোপাস তার লেখাপড়ার স্বপ্নকে প্রতিনিয়ত চুপসে দিয়েছে। “পড়বার চাইছিলাম, ঘরে ভাত নাই, মা কয় কামে যা। প্রতম প্রতম (প্রথম) মায়ের সাথে অপরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করেছি। কোন দিন স্কুলে যাবার পারিনি”। প্রথম দিকে চন্দনা বুঝতে পারেনি সে একজন অপরিপূর্ণ নারী। পরে যখন সম বয়সীরা নারীত্বের প্রাকৃতিক বিধান মাসিক কিংবা যৌনতার অঙ্গ নিয়ে কথা বলতো তখন সে ছিল নিরুত্তর। ভীষণ ভয়ে এ অপরিপূর্ণতা ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করলেও পনের বছরের পূর্বে কাউকে বলা হয়নি তার। একদিন বাবা-মা প্রথাগত নিয়মে ষোল বছর বয়সে বিবাহ ঠিক করে। চন্দনা তখন বাবা-মাকে কিছুতে বলতে পারেনি দাম্পত্য জীবনে সে একজন অবাঞ্চিত নারী!

দহনকাল

চন্দনা'র কপালের চন্দন দু দিনও টেকসই হয়নি। বাবা-মা জোর করে ১৬ বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছিল বটে কিন্তু দাম্পত্য জীবনের পরিপূর্ণতা দিতে পারেনি। নারীত্বের অপরিপূর্ণতার সংসার মাত্র ১ দিন টিকে ছিল। স্বামী চুলের মুঠি ধরে বাপের বাড়িতে বিয়ের পরের দিন পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে মায়ের কাছেই রয়ে যান চন্দনা। “দাদা আমি কিন্তু অন্য হিজড়াদের মতো না। আমি বাড়িতে তাকি (থাকি)। তবে হিজড়াদের বাসায় রান্না-বান্না, কাপড় কাচা এবং ঘর দুয়ার পরিস্কারের কাজ করেছি মেলা বছর। এ ছাড়া আমার তো আর উপায় নাই। মানসেও ধীরে ধীরে আমার সমস্যা জাইনা গেছে। এহন হিজড়াদের ছাড়া অপরের বাড়িতে কাজ করতে পারিনা। লোকে কয় আমার কাজে অলক্ষি লাগবো। ৩৫ বছর দাদা এমন কইরা কাটায়দিছি”।

পরিবর্তন

“কয় দিন আগে (৮ মাস পূর্বের কথা) বাতাসি হিজড়া কয়লো চন্দনা তুইতো গরীব মানুষ একটা ট্রেনিং হইবো, সেলাই মেশিন দিবো। তুই কাজটা শিখলে চলবার পারবি। এই কতা শুনাই রাজি হইলাম আর এহন তো এইডা কইরাই মায়েরে লইয়া জীবন চালায়। নতুন দেইকা প্রতম কেউ সেলাই কাজ দিতো না। এহন বেশির ভাগ পুরাতন কাপড় দেয় সেলাই করতে। যারা কোথা যাইতে পারে না তারা আমারে এহন কাজ দেয়”। চন্দনা বর্তমানে মাসে গড়ে দেড় হাজার টাকার মতো আয় করতে পারে। তবে সে আশাবাদী কিছুটা পুরাতন হইলে মানুষে নতুন কাপড় তার কাছে সেলাই করাতে বিশ্বাস করবে। তার এখন একমাত্র পেশা সেলাই কাজ করা। একটি ছোট টিনের ঘরে মায়ের সাথে চন্দনার একাকীত্ব জীবনের সংসার হলেও এখনও স্বপ্ন দেখে টাকা উপার্জন করে সংসার করার।

পরিবর্তন চিরকুট-৬

শৈশবকাল

বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার কালার পাড়া ইউনিয়নের কালার পাড়া গ্রামে বেহুলার জন্ম। সংসারে পাঁচ বোনের মধ্যে সে সবার ছোট। তার বর্তমান বয়স ৫০ বছর প্রায়। বাবা মো. মান্নান অনেক আগেই মারা গেছেন। মা সিয়ামুন বেগমের সাথেই তার আরাধ্য মানব জীবনের পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। ১২ বছর বয়সে প্রথমে বুঝতে পারে পৃথিবীর আর দশটা মেয়ের মতো সে নয়। একজন মেয়ের কৈশোর জীবনে যে অরগেনগুলো পরিপূর্ণভাবে থাকার কথা সেক্ষেত্রে তার অপরিপূর্ণতার কথা তখনই বুঝতে পেরেছিলেন। কেবলই অসহায়ত্বে নিজেকে সপে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না তার।

"হিজড়া জনগোষ্ঠী উন্নয়নের সব সূচকে সমাজে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে। মনোজ জগতের দ্বৈত সংকট তাদের পার্থিব জীবনের সব সমস্যাকে আরো বেশি সংকটময় করে তোলে। স্ব-আবিষ্কৃত অস্তিত্ব সংকট, সমাজের বিপরীত স্রোতে জীবন-যাপন প্রণালী, শৈশব হতেই ভালবাসার অনিশ্চয়তা, জীবিকায়নে উপার্জনের অভাব, রোগ-শোকে নাজুকতা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবার অভাব তাদের প্রাত্যহিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। তাদের এই বহুমাত্রিক সমস্যা নিরূপন এবং বাস্তবভিত্তিক চাহিদার সমন্বয়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ তথা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল যথেষ্ট আন্তরিক"

দহনকাল

বয়স ২২ বছর। অহর্নিশ কামনা-বাসনা অন্তরের গহীনে ঝড় তুললেও মনের অজান্তেই ঝড়গুলো স্বপ্নহীন বুদ বুদ হয়ে মিলিয়ে যেত! কোন দিন ঘর বাধা হয়নি তার। "মেলা দিন লোকাইয়া কাদছি। কালি কয়ছি ও আল্লা আমারে এমন করলা ক্যান। আমারে বালা কইরা দাও। আর অহন তো জীবনই শেষ। এহন বালা মতে মরন হইলেই বালা"। মনের অজান্তেই পদ্মার ভাংগন আসে তার অসহায় চোখের কিনারে!

পরিবর্তন

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ বছর পূর্বে বেহুলা-কে একজন নারী হিজড়া বলে প্রকল্পভুক্ত করা হয়। প্রকল্পভুক্ত হওয়ার দু মাস পর ধুনট পৌর মিলনায়তনে প্রকল্পের আওতায় টিএমএসএস হতে মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে সে সেলাইয়ের কাজ এবং পাশাপাশি অপরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে জীবন নির্বাহ করছেন। "এহন মানসের বাড়িতে কাজ করা কমায় দিছি। কাপড় সেলাই কইরা আয় বাড়লে আর এরাগো বাড়িতে কাজ করাম না"। সেলাইয়ের কাজ ও ঝিয়ের কাজ কইরা বেহুলার বর্তমানে মাসে প্রায় তিন হতে সাড়ে তিন হাজার টাকা আয় হয়। এই দিয়েই মা-মেয়ের যাপিত-জীবন চলে যাচ্ছে কোন রকম। বেহুলার এখন স্বপ্ন দেখে মার যদি আমার হাতে মরন হয় তাহলেই আশি খুশি। না হইলে তার বৃদ্ধ মার গতি কি হইবো এ নিয়ে যতো চিন্তা তার। অপর এক বোনও মায়ের সাথে থাকে। অপর বোনও অপরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। এই তিন নারীর সংসার চলছে; অনেটা সেলাইয়ের চাকায় ভর করে।

আমাদের শিখনসমূহ

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' এবং বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন নয়' কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে যে সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে চিহ্নিত করেছে তাদের মধ্যে হিজড়া জনগোষ্ঠী অন্যতম। দেশের উন্নয়ন যাত্রায় ১৯৯০ সালে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় সীমিত আকারে সহযোগী সংস্থা টিএমএসএস-এর মাধ্যমে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলায় অল্প সংখ্যক হিজড়া জনগোষ্ঠীকে নিয়ে স্থানীয় সরকার, জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সীমিত রিসোর্স দিয়ে প্রকল্পভুক্ত হিজড়াদের জীবন-মান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এই সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু শিখনসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. কোন ছেলে বা মেয়ে 'হিজড়া' তা জীবন চক্রের প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় করা সম্ভব হলে পারিবারিক স্নেহ-বন্ধনে আবদ্ধ রেখে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা গেলে তাকে পরিপূর্ণ একজন নারী বা পুরুষে রূপান্তর করা সম্ভব;
২. একজন মানুষের হিজড়া স্ব-রূপ (দ্বৈত সত্ত্বার সংকট) প্রকাশিত হওয়ার প্রাক্কালে (সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে) নিজ পরিবারের সকল সদস্যদের সহযোগিতা পেলে সে কখনও সংঘবদ্ধ হিজড়া দলে ভিড়বে না;
৩. হিজড়াদের বিদ্যমান সকল সমস্যার মূল কারণ শৈশবে নিজ পরিবার হতে বিচ্ছিন্নতা এবং সংঘবদ্ধভাবে চলার মাধ্যমে কিছু অগ্রহণযোগ্য আচরণে অভ্যস্থ হয়ে পড়া;
৪. নিজ পরিবার হবে হিজড়া ব্যক্তিদের মানব মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু;
৫. নিরবিচ্ছিন্ন প্রেষণা প্রদান হবে তাদের মনোবৃত্তি পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী কৌশল;
৬. হিজড়া শিশু বা ব্যক্তিকে ন্যূনতম মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন-এর কোন বিকল্প নেই;
৭. হিজড়াদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে কোন মেয়াদী প্রকল্প নয়, প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি;
৮. সংঘবদ্ধ হিজড়া দলে অন্তর্ভুক্ত হিজড়াদের (বয়স ১৫ হতে ৫০ পর্যন্ত) সমাজের মূল স্রোত ধারায় আনয়ন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ;
৯. কৈশোর (৫ বছর হতে ১৫ বছর) এবং বয়স্ক (সাধারণত ৫০ বছর পরবর্তীতে) হিজড়াদের যে কোন ধরনের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে জীবন-মানের পরিবর্তন অধিকতর সহজ;
১০. নির্বাচিত হিজড়াদের মাসিক ১০ হাজার টাকার কম আয় হবে এরকম কর্মে সম্পৃক্তকরণ টেকসই হবে না;
১১. সমাজের মূল ধারায় আনয়নের পথে বছরব্যাপী মানসম্মত সনাক্তকরণ জরিপ খুব জরুরী;
১২. হিজড়াদের জীবন-মান উন্নয়নে কোন একক প্রতিষ্ঠান নয়; প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ;
১৩. বিদ্যমান সমস্যা উত্তরণে কোন একক কর্মসূচি নয়; প্রয়োজন শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও অ্যাডভোকেসি সমন্বিত কার্যক্রম।

"আমাদের বৃত্তাবদ্ধ ধারণা 'মানুষ' মানে শুধু নারী বা পুরুষ এই দুইয়ের মাঝে বিভাজন। এই বৃত্তাবদ্ধ ধারণার বাইরেও একজন মানুষ অন্য কোন লিঙ্গে রূপান্তর হতে পারে, তা আমাদের প্রথাগত চিন্তার বাইরে। এ আমাদের মনোজগতের এক ধরনের সীমাবদ্ধতা"

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮০-২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ৮১৮১৬৬৪-৬৮, ফ্যাক্স: + ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮

ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org, ওয়েবসাইট: pksf-bd.org